[2021] 7 এস. সি. আর. 243

নুরুল্লা খান

বনাম

কর্ণাটক রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(2021 সালের ফৌজদারি আপিল No.599) জুলাই 13,2021

[উদয় উমেশ ললিত এবং অজয় রস্তোগি, জে. জে।]

জল (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1974। 43 , 44 , 47 এবং 48-ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973-এর ধারা। 197 – - গ্রাম পঞ্চায়েত এবং আবেদনকারী, যিনি প্রাসঙ্গিক সময়ে উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন, সি-এর বিরুদ্ধে দণ্ডনীয় অপরাধ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। 43 এবং 1974 সালের আইনের 44-সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) এবং জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস আপিলকারীকে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন-তবে, অতিরিক্ত দায়রা বিচারক রায় দিয়েছেন যে আপিলকারী সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী Cr.P.C এর s.197 এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদনের অভাবে, তার প্রসিকিউশন অবৈধ ছিল-হাইকোর্ট নিম্ন আপিল আদালতের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে বাতিল করে দেয় এবং যেহেতু বিষয়টি নিম্ন আপিল আদালত যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করে না, তাই উচ্চ আদালত বিষয়টিকে যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন করে বিবেচনার জন্য নিম্ন আপিল আদালতে ফেরত পাঠায়-আপিলে বলা হয়ঃ যদি সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী কোনও পৌর পরিষদ বা ই-টাউন পঞ্চায়েতের প্রধান আধিকারিক বা কমিশনার হন, তাহলে তাঁকে কঠোরভাবে "নগর পঞ্চায়েতের প্রধান" বলা যাবে না। সরকারি বিভাগ "-অতএব, কর্ণাটক রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে। বি. হীরা নায়েক, বিষয়টি আপনার মাথায় আসবে না। 48 জল আইনের কিন্তু বিষয়টি-সরাসরি ইউ/এস আসবে। 47 জল আইনের-বলা অনুযায়ীসিদ্ধান্ত, এমনকি এই জাতীয় ক্ষেত্রেও, অনুমিত কল্পকাহিনী ইউ/এস উপলব্ধ। 47 জল আইনের দ্বারা সরকারি কর্মচারীর অধিকার বিচ্ছিন্ন হয়ে যা সুরক্ষা ইউ/এস। 197 কোড-এর-অতএব, হাইকোর্ট নিম্ন আপিল আদালতের সিদ্ধান্তকে বাতিল করার ক্ষেত্রে সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত ছিল, যা সম্পূর্ণরূপে এস-এর প্রয়োগযোগ্যতার বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ছিল। 197 Cr.P.C-এই পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট জি যথাযথভাবে বিষয়টি নিম্ন আপিল আদালতে পাঠিয়েছে যাতে যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন করে বিবেচনা করা যায়।

আপিল খারিজ করে আদালত বলেছেঃ I. সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত থেকে যা বেরিয়ে আসে তা হলঃ

এ। যদি জল আইনের বিধান লঙ্ঘন করা হয় কোনও বিভাগের হাতে, জল আইনের 48 ধারার অধীনে প্রয়োজনীয়তা পূরণ সাপেক্ষে, "বিভাগের প্রধান" দোষী বলে বিবেচিত হবেন। এটি অবশ্যই তার কাছে উপলব্ধ প্রতিরক্ষার সাপেক্ষে হবে যে প্রশ্নটি ছাড়া অপরাধটি সংঘটিত হয়েছিল কিনা তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার জ্ঞান বা যে তিনি এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধ করার জন্য সমস্ত যথাযথ অধ্যবসায় অনুশীলন করেছেন।

বি। ভি. সি. চিন্নাপ্পা গৌড়ের মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের কারণে, জল আইনের 48 ধারার অধীনে কাল্পনিক বলে মনে করার কারণে, কোডের 197 ধারার অধীনে সুরক্ষা হবে না

সি। যদি সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী কোনও পৌর পরিষদ বা শহরের প্রধান কর্মকর্তা বা কমিশনার হন। পঞ্চায়েত, তাকে কঠোরভাবে "প্রধান" বলা যায় না। সরকারী বিভাগ "। অতএব, বি. হীরা নায়েকের ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, বিষয়টি জল আইনের 48 ধারার অধীনে আসবে না। কিন্তু বিষয়টি সরাসরি জল আইনের 47 ধারার অধীনে আসবে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এমনকি এই ধরনের ক্ষেত্রেও জল আইনের 47 ধারার অধীনে উপলব্ধ অনুমানমূলক কল্পকাহিনী সরকারি কর্মচারীকে কোডের 197 ধারার অধীনে সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করবে।

ডি। যদি অপরাধীরা সরকারি কর্মচারী ব্যতীত অন্য হয় বা যেখানে প্রধান অপরাধীরা বেসরকারী খাতে কর্পোরেট সংস্থা হয়, তবে ধারা 197 এর অধীনে সুরক্ষার প্রশ্ন উঠবে না। [অনুচ্ছেদ 11] [248-ই-এইচ; 249-এ-সি]

2. যদি এই আদালত বর্তমান বিষয়টিকে এই স্বীকার্যগুলির আলোকে বিবেচনা করে, তবে মামলাটি সম্পূর্ণরূপে দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে হীরা নায়েকের মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্ত। [অনুচ্ছেদ 12] [249-সি-ডি]

3. অতএব, হাইকোর্ট জি সেটিং-এ সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত ছিল-নিম্ন আপিল আদালতের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে, যা সম্পূর্ণরূপে কোডের 197 ধারার প্রয়োগযোগ্যতার বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ছিল। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন করে বিবেচনা করার জন্য বিষয়টি নিম্ন আপিল আদালতে পাঠিয়েছে। [অনুচ্ছেদ 13] [249-ডি-ই]

বোর্ড

ভি. সি. চিন্নাপ্পা গৌদার বনাম কর্ণাটক রাজ্য দূষণ

কন্ট্রোল বোর্ড, (2015) 14 এস. সি. সি 535; কর্ণাটক রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড বনাম। বি. হীরা নায়েক, (2020) 16 এসসিসি 298: [2019] 17 এস. সি. আর 305-এর উপর নির্ভরশীল।

মামলা আইনের রেফারেন্স

(2015)14এস.সি.সি535নির্ভরশীল অনুচ্ছেদ 9

[2019] 17 এস. সি. আর 305 নির্ভরশীল অনুচ্ছেদ 10

ফৌজদারি আবেদনের বিচারঃ 2021 সালের ফৌজদারি আপিল No.599

2011 সালের ফৌজদারি আপিলের ধারওয়াড় বেঞ্চের কর্ণাটক হাইকোর্টের 13.03.2020 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে। শ্রীমতী ঐশ্বর্য ভাটি, এ. এস. জি, শৈলেশ মাদিয়াল, সুধাংশু প্রকাশ, শ্রীমতী রাখি এম, বৈভব সভরওয়াল, শ্রীমতী শ্রুতি আইয়ার, শ্রীমতী অর্চনা পাঠক দাভে, রজত নায়ার, অরবিন্দ কুমার শর্মা, পুরুষোত্তম শর্মা ত্রিপাঠি, ডি. এস. জে অমিত, বিক্রম হেগড়ে, শ্রীমতী ব্রুন্দা কে. এল, শান্তনু লাখোটিয়া, আইনজীবীরা। উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন উদয় উমেশ ললিত, জে।

1.লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে।

2. এই আপিল 2011 সালের ফৌজদারি আপিল No.2637-এ কর্ণাটক হাইকোর্ট, ধারওয়াড় বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত 13.03.2020 তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে।

3. কর্ণাটকের বেল্লারি জেলার সান্দুরের সান্দুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং আবেদনকারী, যিনি সংশ্লিষ্ট সময়ে উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আধিকারিক ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে জল (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1974 (সংক্ষেপে "জল আইন")-এর 43 এবং 44 ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

4. 2002 সালের সিসি No.375-তে সান্দুরের সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) এবং জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস কর্তৃক প্রদত্ত 28.04.2006 তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে, আপিলকারীকে যে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল তার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং তাকে এক বছর ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ড এবং উভয় ক্ষেত্রেই Rs.1000/- জরিমানা দেওয়ার সাজা দেওয়া হয়েছিল। সাজা একই সঙ্গে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

5. আপিলকারী কর্তৃক প্রদত্ত আপিলটি দ্বিতীয় দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল- অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, বেল্লারি তাঁর আইডি৷ তারিখের আদেশে কেবল এই ভিত্তিতে যে একজন সরকারি কর্মচারী হওয়ায়, আবেদনকারী ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973 (সংক্ষেপে "কোড")-এর 197 ধারার অধীনে সুরক্ষার অধিকারী ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদনের অভাবে তাঁর মামলাটি অবৈধ ছিল।

6. মূল অভিযোগকারী (কর্ণাটক রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড) ক্ষুব্ধ হয়ে কর্ণাটক হাইকোর্টের ধারওয়াড় বেঞ্চে 2011 সালের ফৌজদারি আপিল দায়ের করেন। হাইকোর্ট তার 13.03.2020 তারিখের রায় এবং আদেশের মাধ্যমে নিম্ন আপিল আদালতের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে খারিজ করে দেয়। যেহেতু বিষয়টি নিম্ন স্তরের দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি যোগ্যতার ভিত্তিতে আপিল আদালত, উচ্চ আদালত যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন করে বিবেচনার জন্য বিষয়টি নিম্ন আপিল আদালতে ফেরত পাঠায়।

7. রায় দেওয়ার সময় হাইকোর্ট 2008 সালের রিট পিটিশন No.30610 (ভি. সি. চিনাপ্পা গৌদার বনাম 2008)-এ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দেওয়া সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। কর্ণাটক রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এবং আরেকটি) এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে কোডের ধারা 197 এর অধীনে সুরক্ষা উপলব্ধ হবে না।

8. আমরা শুনেছি জনাব শৈলেশ মাদিয়াল, এর পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবী আবেদনকারী, শ্রী পুরুষোত্তম শর্মা ত্রিপাঠি, মূল অভিযোগকারীর আইনজীবী এবং শ্রীমতি ঐশ্বর্য ভাটি, অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল যিনি আমাদের অনুরোধে দক্ষতার সাথে আমাদের সহায়তা করেছিলেন।

9. রিট পিটিশনে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে 2008 সালের No.30610-কে সরাসরি এই আদালতে ভি. সি. চিন্নাপ্পা গৌদার বনাম মামলায় চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। কর্ণাটক রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড '। সেই সিদ্ধান্তে, এই আদালত ধারার সুযোগ এবং প্রয়োগযোগ্যতা বিবেচনা করেছিল। 48 জল আইন এবং পাওয়া গেছে যে "বিভাগের প্রধান" বিধানের ভিত্তিতে দোষী বলে মনে করা হবে এবং যেমন, কোডের ধারা 197 এর অধীনে সুরক্ষা বাদ দেওয়া হবে। এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনাটি ছিলঃ

" 6. উপরের জমা দেওয়ার বিপরীতে, মিঃ এ. মারিয়ারপুথাম, শিখেছেন সি. আর. পি. সি-র 5 নং ধারা এবং 1974 সালের আইনের 48 নং ধারার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উত্তরদাতার পক্ষে সিনিয়র কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছিলেন যে 48 নং ধারার অধীনে অপরাধের অপরাধের ক্ষেত্রে প্রধানের বিরুদ্ধে একটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য অনুমান রয়েছে। যে কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে বিভাগ।

(2015) 14 এস. সি. সি 535

বোর্ড [উদয় উমেশ ললিত, জে।]

সরকারের যেকোনো বিভাগ কর্তৃক এবং যদি সরকারি বিভাগের প্রধানের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্যও ১৯৭ ধারার অনুমোদন বাধ্যতামূলক বলে গণ্য করা হয়, তাহলে তা সরাসরি ৫ ধারার ফৌজদারি দণ্ডবিধির সাথে সাংঘর্ষিক হবে এবং ফলস্বরূপ ১৯৭৪ সালের আইনের ৬০ ধারা প্রযোজ্য হবে। বিজ্ঞ সিনিয়র কাউন্সেলের মতে, যদি ১৯৭ ধারার প্রয়োগ প্রযোজ্য হয় এবং মামলা-মোকদ্দমা কর্তৃক অনুমোদন প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে তা নিজেই ১৯৭৪ সালের আইনের ৪৮ ধারায় বর্ণিত ধারণার কার্যকারিতার জন্য একটি বাধা হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, বিজ্ঞ সিনিয়র কাউন্সেল যুক্তি দেন যে, এই ধরনের ঘটনায় ১৯৭৪ সালের আইনের ৪৮ ধারার সাথে ১৯৭ ধারার ফৌজদারি দণ্ডবিধির সরাসরি সংঘাত দেখা দেবে এবং ফলস্বরূপ ১৯৭৪ সালের আইনের ৬০ ধারা কার্যকর হবে যা ১৯৭৪ সালের আইন ব্যতীত অন্য যেকোনো আইনের উপর প্রভাব ফেলবে।

7. সংশ্লিষ্ট জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করার পরে, আমরা উত্তরদাতাদের জন্য বিদ্বান সিনিয়র কাউন্সেল মিঃ এ মারিয়ারপুথামের জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে শক্তি খুঁজে পাই। ধারা 48-এর অধীনে বিদ্বান সিনিয়র ডি কাউন্সেল সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন যে, 1974 সালের আইনের অধীনে কোনও সরকারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনার মুহূর্তেই অপরাধটি সংঘটিত বলে মনে করা হয়। এটি একটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য অনুমান এবং ধারা 48-এর বিধানের অধীনে, বিভাগের প্রধান প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন যে অপরাধটি তাঁর অজান্তেই করা হয়েছিল বা ই-তে এই ধরনের অপরাধ রোধ করার জন্য যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও, একই কাজ করা হয়েছিল। এটা বলা থেকে অনেক আলাদা যে, 1974 সালের আইনের 48 ধারার বিধানের অধীনে প্রদত্ত সুরক্ষা যে কোনও উপায়ে সরকারি বিভাগের প্রধানকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির এফ 197 ধারার অধীনে আপত্তি জানাতে সক্ষম করবে এবং যদি অনুমতি দেওয়া হয় তবে এমন একটি পথ তৈরি করা হবে যা অবশ্যই 1974 সালের আইনের 48 ধারার অধীনে তৈরি বিবেচিত কাল্পনিক শক্তির সাথে সাংঘর্ষিক হবে।

8. এই প্রসঙ্গে, যখন আমরা ফৌজদারি দণ্ডবিধির 5 নং ধারার কথা উল্লেখ করি, তখন উক্ত ধারাটি স্পষ্ট করে দেয় যে, জি-এর নির্দিষ্ট বিধানের অনুপস্থিতিতে, ফৌজদারি কার্যবিধিতে থাকা কোনও কিছুই কোনও বিশেষ ফর্ম বা পদ্ধতির জন্য নির্ধারিত কোনও বিশেষ বা স্থানীয় আইনকে প্রভাবিত করবে না। 1974 সালের আইনের অধীনে কোনও সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কোনও নির্দিষ্ট অনুমোদনের বিধান নেই। যদি একটি

এমন একটি পরিস্থিতি কল্পনা করতে পারেন যেখানে 1974 সালের আইনের অধীনে যে কোনও মামলার ক্ষেত্রে 197 ধারা সিআরপিসি প্রযোজ্য করা হয় এবং সেই প্রক্রিয়ায় রাজ্য দ্বারা 197 ধারা সিআরপিসি আহ্বান করে অনুমোদন প্রত্যাখ্যান করা হয় যা কার্যত ধারা 48 এর অধীনে প্রদত্ত অনুমান কল্পকাহিনীকে অস্বীকার করবে যার দ্বারা কোনও সরকারী বিভাগের বিভাগের প্রধান 1974 সালের আইনের অধীনে অপরাধের জন্য দোষী বলে বিবেচিত হবেন। এই পরিস্থিতিতে ফৌজদারি দণ্ডবিধির 4 (2) ধারার উপর নির্ভর করে ফৌজদারি দণ্ডবিধির 197 ধারার প্রয়োগের ফলাফল সরাসরি 1974 সালের আইনের 48 ধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে এবং ফলস্বরূপ 1974 সালের আইনের 60 ধারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হবে যা 1974 সালের আইন ব্যতীত অন্য যে কোনও আইনের উপর ওভাররাইডিং প্রভাব ফেলে।

10. এই আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্তে, কর্ণাটক রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড বনাম। হীরা নায়েক 2, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে সিটি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের কমিশনার এবং শহরের প্রধান আধিকারিকরা জল আইনের 48 ধারার উদ্দেশ্যে পৌর পরিষদকে কঠোরভাবে "বিভাগীয় প্রধান" বলা হবে না। তবে এই ধরনের আধিকারিকরা এখনও জল আইনের 47 ধারার আওতায় আসবেন বলে মনে করা হয়েছিল। অভিযোগটি বাতিল করার হাইকোর্টের সিদ্ধান্তটি এইভাবে বাতিল করে দেওয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযোগটি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

11. এই আদালতের এই সিদ্ধান্তগুলি থেকে যা বেরিয়ে আসে তা হলঃ যদি জল আইনের বিধান লঙ্ঘন করা হয় কোনও বিভাগের হাতে, জল আইনের 48 ধারার অধীনে প্রয়োজনীয়তা পূরণ সাপেক্ষে, "বিভাগের প্রধান" দোষী বলে বিবেচিত হবেন। এটি অবশ্যই উপলব্ধ প্রতিরক্ষার সাপেক্ষে হবে

সংশ্লিষ্ট অপরাধটি তার অজান্তে সংঘটিত হয়েছিল কিনা বা এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধের জন্য তিনি সমস্ত যথাযথ অধ্যবসায় অনুশীলন করেছিলেন কিনা তা প্রতিষ্ঠিত করতে। বি। ভি. সি. চিন্নাপ্পা গৌদার (সুপ্রা) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, ধারার অধীনে কাল্পনিক বলে মনে করার কারণে 48 জল আইনের 197 ধারার অধীনে সুরক্ষা পাওয়া যাবে না এবং বিষয়টি এই ধরনের সুরক্ষা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

2 (2020) 16 এস. সি. সি 298

বোর্ড [উদয় উমেশ ললিত, জে।]

সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী যদি কোনও পৌর পরিষদ বা নগর পঞ্চায়েতের মুখ্য আধিকারিক এ বা কমিশনার হন, তা হলে তাঁকে কঠোরভাবে "সরকারের বিভাগের প্রধান" বলা যাবে না। অতএব, বি. হীরা নায়েক (সুপ্রা) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, বিষয়টি জল আইনের 48 ধারার অধীনে আসবে না। কিন্তু ব্যাপারটা আসবে সরাসরি জল আইনের 47 ধারার অধীনে। অনুযায়ী উক্ত সিদ্ধান্ত, এমনকি এই ধরনের ক্ষেত্রেও, জল আইনের 47 ধারার অধীনে উপলব্ধ কাল্পনিক ধারণাটি সরকারি কর্মচারীকে কোডের 197 ধারার অধীনে সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করবে।অপরাধীরা সরকারি কর্মচারী ব্যতীত অন্য হয় বা যেখানে 'সি' প্রধান অপরাধীরা বেসরকারী খাতে কর্পোরেট সংস্থা হয়, তবে 197 ধারার অধীনে সুরক্ষার প্রশ্ন উঠবে না।

12. যদি আমরা বর্তমান বিষয়টিকে এই স্বীকার্যগুলির আলোকে বিবেচনা করি, তবে মামলাটি এই আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত।

বি হীরা নায়েক (সুপ্রা)।

13. অতএব, হাইকোর্ট নিম্ন আপিল আদালতের সিদ্ধান্তকে বাতিল করার ক্ষেত্রে সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত ছিল, যা সম্পূর্ণরূপে কোডের 197 ধারার প্রয়োগযোগ্যতার বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ছিল। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন করে বিবেচনা করার জন্য বিষয়টি নিম্ন আপিল আদালতে পাঠিয়েছে।

14। অতএব, আমরা হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করি এবং এই আবেদনটি খারিজ করি।

15. বলা বাহুল্য যে তাৎক্ষণিক বিষয়টি হাইকোর্ট দ্বারা মোকাবিলা করা হয়েছিল এবং এই আদালত কোডের 197 ধারার প্রয়োগযোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বিষয়টি, ক্ষমা করার পরে, এফ হিসাবে বিবেচিত হবে। সম্পূর্ণরূপে তার নিজস্ব যোগ্যতার উপর।

আপিল খারিজ করে দেওয়া হয়।

অঙ্কিত জ্ঞান

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো
ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক
এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো
গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen